দেশী গেম ডেভেলপমেন্টে অপার সম্ভাবনা

তুহিন মাহমুদ

মোবাইল কিংবা কমপিউটার যাই বলি না কেনো, গেম একটি জনপ্রিয় ফিচার। আর স্মার্টফোনের প্রসারে গেমিং সেক্টরটি অনেকাংশে এগিয়ে গেছে। আন্তর্জাতিকভাবে তৈরি হয়েছে বিলিয়ন ডলারের মোবাইল গেম ডেভেলপমেন্ট বাজার। আর এ বাজারে বাংলাদেশী বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান সফলভাবে কাজ করছে। পর্যাপ্ত সহযোগিতা পেলে বাংলাদেশে গেম ডেভেলপমেন্ট সেক্টরটি অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবে।

টিপ ট্যাপ অ্যান্ট গেমটি খেলেননি এমন আইফোন ব্যবহারকারী খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। আঙ্গুলে টিপে পিঁপড়া মারার মতো মজার কাহিনী নিয়ে তৈরি গেমটির গ্রাফিক্সের মান এত উন্নত যে, একে সিলিকন ভ্যালির তৈরি গেম বলেই মনে হয়। মজার খবর, গেমটি তৈরি করেছে দেশী প্রতিষ্ঠান রাইজ আপ ল্যাবস। বিশ্বের অনেক দেশেই এ গেম জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছেছে। রাইজ আপ ল্যাবসের মতো বাংলাদেশের অনেক প্রতিষ্ঠানই এখন জনপ্রিয় গেম তৈরি করছে। অনেক গেমের বিক্রি ছাড়িয়ে গেছে প্রত্যাশার সীমা।

ট্যাপিং গেমে শীর্ষে ট্যাপ টু আনলক থ্রি

রিয়েল গেম ইন ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড (আরটিসি) হাব লিমিটেডের তৈরি ট্যাপ টু আনলক থ্রিডি গেমটি এখন ট্যাপিং গেমের তালিকায় শীর্ষে। গত এপ্রিলের ১৪ তারিখে অ্যাপ স্টোর ও আইটিউনে আসা এ গেমটি ইতোমধ্যেই ইউজার

রেটিংয়ে ৪ পেয়েছে। ২০০৯ সালে যাত্রা শুরু করা আরটিসির তৈরি আরও গেমের মধ্যে রয়েছে শেক-ব্রেক-মেক প্রো, হাংরি ফ্রগি ইত্যাদি। এছাড়া আইফোন ও অ্যান্ড্রয়িডের জন্য বিভিন্ন গেম ও অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করছে প্রতিষ্ঠানটি।

যেভাবে বাংলাদেশে শুরু

২০০৫ সাল থেকে দেশে গেম তৈরির কাজ শুরু হয়। ওই বছর যাত্রা শুরু করে আইটিআইডব্লিউ। তবে এ প্রতিষ্ঠানকে সফলতা পেতে অপেক্ষা করতে হয়েছে বেশ কিছুদিন। শুরুর দুর্দিন কাটিয়ে এ প্রতিষ্ঠানে এখন অর্ধশতাধিক নির্মাতা কাজ করছেন। আইফোন অ্যাপ্লিকেশন, গ্রাফিক্স ডিজাইন এবং ওয়েবসাইট উন্নয়নের কাজও হচ্ছে এখানে। এসব কাজের ৮০ শতাংশেরও বেশি যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাওয়া বলে জানা গেছে। শাপলা অনলাইনও যাত্রা শুরু করে ২০০৯ সালে। মোবাইল গেমের পাশাপাশি ব্রাউজার ও ওয়েবভিত্তিক গেম তৈরি করছে প্রতিষ্ঠানটি। রিভালিটি, ব্যান্ডিকুন ও কমান্ডস্টার এদের তৈরি আলোচিত গেম। ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে প্রতিষ্ঠিত আরগু ভেনচারও ভালো মানের গেম নির্মাতা। এ প্রতিষ্ঠানের তৈরি পপ টু স্পেল কিডসের জনপ্রিয়তা কম নয়। ব্রাউজারভিত্তিক গেম (মোবাইল, কমপিউটার ও ফেসবুকের মাধ্যমে খেলা সম্ভব) তৈরি করে এগিয়ে যাচ্ছে ফান রক মিডিয়া। এদের তৈরি করা গেমের মধ্যে রয়েছে কমান্ড স্টার, রাইভালটি ও ব্যান্ডটাইকুন। এছাড়া নর্থ বেঙ্গল আইটি, রেলিসোর্স টেকনোলজিস, সালেহা আইটি, অ্যালবাট্রস টেকনোলজিসসহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান দেশেই আন্তর্জাতিক মানের গেম তৈরি করছে। তবে ২০০৯ সালের অক্টোবরে শুরু রাইজআপল্যাবের তৈরি গেম টিপ ট্যাপ অ্যান্টের সফলতা ছাড়িয়ে গেছে সবাইকে।

টিপ ট্যাপ অ্যান্ট : একটি সাফল্যের গল্প

টিপ ট্যাপ অ্যান্ট গেমের সাফল্য নিয়ে রাইজআপল্যাবের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক এরশাদুল হকের সাথে কথা হয়। তিনি বলেন, একে একে বিভিন্ন প্রাণী আসতে থাকবে এবং আঙ্গুল দিয়ে টিপে সেগুলো মারতে হবে– শুরুতে এমন কাহিনী নিয়ে টিপ ট্যাপ অ্যান্ট তৈরির পরিকল্পনা থাকলেও পরে শুধু পিঁপড়া নিয়ে গেমটি তৈরি হয়। প্রথমে চারুকলার বন্ধুদের নিয়ে পিঁপড়ার নকশা করা হয়। এরপর কমপিউটারে প্রোগ্রামিংয়ে একে গেমের রূপ দেয়া হয়। অনেক বিনিদ্র রাতের ফসল গেমটি অ্যাপলের অ্যাপ স্টোরে দেয়ার সাথে সাথেই যেনো ভেল্কি লেগে গেল। শুরু থেকেই প্রচুর ডাউনলোড। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই রেটিংয়ে দশের ঘরে চলে আসে। বেশি ডাউনলোড হয় ইউরোপের দেশগুলো থেকে। এশিয়ার মধ্যে প্রথম জনপ্রিয়তা পায় সিঙ্গাপুরে। পরে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় তালিকায় দুই নম্বরে উঠে আসে। এ গেম থেকেই রাইজআপল্যাবের আয় হয় ৭০ হাজার মার্কিন ডলার। বাবার কাছ থেকে এক লাখ টাকা নিয়ে শুরু ছোট একটি কামরা থেকে রাইজআপল্যাবের এখন উত্তরায় ১৬ হাজার বর্গফুটের অফিস। এখানে কাজ করেন ৬০ জন ডেভেলপার। তাদের তৈরি অ্যাপ্লিকেশনের সংখ্যাও এখন শতাধিক। এগুলোর মধ্যে ট্যাপ ট্যাপ মার্বেল, লাভার ফ্রগ, ঘোস্ট সুইপারফল রেইনি, আইওয়্যারহাউস, গ্লুবার, শুট দ্য মানকি, ফ্রুইটিটো ও বাবল অ্যাটাক বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এখন ফেসবুকের জন্য এখানে তৈরি হচ্ছে ফ্যাক্টরি প্রজেক্ট।

টন্টি আর মন্টির গেম ফ্রুট ব্যান্ডিট

সম্প্রতি টেলিভিশনে প্রচারিত হচ্ছে যমজ দুই ভাইয়ের একটা বিজ্ঞাপন। সবখানে তাদের মিল থাকলেও স্বাদের বেলায় যাদের পছন্দ ছিল আলাদা। ট্যাং পাউডার ড্রিঙ্কসের এ বিজ্ঞাপনের চরিত্র এবারে চলে এসেছে মোবাইল ফোনের গেমে। ফ্রুট ব্যান্ডিট নামের অ্যাডভেঞ্চারভর্তি এ গেমটি ট্যাংয়ের সহায়তায় ভাবনা ও গল্প তৈরি করেছে ওগিলভি অ্যান্ড মেথর বাংলাদেশ। সম্প্রতি রাজধানীর বেসিস মিলনায়তনে গেমটির উদ্বোধন করা হয়। গেমটিতে দেখা যায় টন্টি আর মন্টি নামের দুই ভাই গভীর বনের ভেতরে বেড়াতে যায়। যেখানে মন্টি শিম্পাঞ্জির হাতে কিডন্যাপ হয়। আর টন্টি তাকে বাঁচাতে লড়াই করতে থাকে বনের পশুদের সাথে। আম, আনারস, লেবু, কমলা ইত্যাদি ফলমূল দিয়ে পশুরা টন্টিকে

আক্রমণ করতে থাকে। টন্টি তার হাতের একমাত্র শক্তি গুলতি দিয়ে প্রতিহত করে। প্রতিহত এসব ফল থেকে জুস তৈরি করে গ্লাস ভরতে থাকে। এভাবেই একেকটি ধাপ অতিক্রম করে টন্টি সামনে এগিয়ে যায় মন্টিকে বাঁচাতে। মোট পাঁচটি ধাপে গেমটি সম্পূর্ণ করা যাবে। প্রতিটি ধাপেই রয়েছে দারুণ সব চ্যালেঞ্জ। গুগল অ্যান্ড্রয়িড ও অ্যাপল আইওএস ডিভাইসে খেলা যাবে এটি। গেমটি তৈরি করেছে স্পিন অফ স্টুডিও বাংলাদেশ নামে একটি কোম্পানি। কোম্পানির প্রধান নির্বাহী এএসএম আসাদুজ্জামান বলেন, গেমটি অবশ্যই গেমারদের চাহিদা মেটাবে বলে আমার বিশ্বাস। ইতোমধ্যেই গেমটি সাড়া ফেলেছে। ওগিলভি অ্যান্ড মেথরের অ্যাসোসিয়েট অ্যাকাউন্ট ডিরেক্টর সাবিহ আহমেদ বলেন, যেকোনো পণ্যের বিজ্ঞাপনে এমন গেম তৈরি সত্যিই আলাদা একটি মিডিয়ার কথা জানিয়ে দেয়। যেখানে প্রযুক্তি পণ্যের মাধ্যমে গেমারদের কাছে পৌঁছে যাবে ট্যাংয়ের নতুন পাঁচটি ফ্লেভার ড্রিঙ্কসের কথা। ▸

বেঙ্গল রাইড

স্মার্টফোনে খেলার গেম বেঙ্গল রাইড। সাধারণ গেমের সাথে এর পার্থক্য হলো, এ গেমটি বেশ তথ্যসমৃদ্ধ। খেলার সময় গেমটি ব্যবহারকারীকে বিভিন্ন তথ্য দেবে। এসব তথ্যের মধ্যে বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যও আছে। গেমটি তৈরি করেছে আহছানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের দল এইউএসটি ড্রিমার্স। সম্প্রতি ইএটিএল আয়োজিত স্মার্টফোনের জন্য অ্যাপ্লিকেশন তৈরির প্রতিযোগিতার শীর্ষ দশে ঠাঁই পায় গেমটি।

দেশে তৈরি আরও গেম

দেশী আরেক প্রতিষ্ঠান মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট অ্যান্ড কমিউনিকেশনের পরিচালনা প্রধান সাঈদুল ইসলাম জানান, তারা সাধারণত গ্রাহকদের চাহিদার ভিত্তিতে গেম তৈরি করেন। যেমন– চ্যাম্পস২১-এর জন্য তারা লিটল তন্ময়, ম্যাডমেটিক্স ও মানকি জাম্প তৈরি করেছেন। নকিয়ার অভি স্টোরের টিক ট্যাক টয় ও গো গো টাইগারও তাদের তৈরি। শুরুর দিকের প্রতিষ্ঠান আইটিআইডব্লিউর তৈরি আলোচিত গেমগুলোর মধ্যে রয়েছে– ডুডল ডিনো ফার্ম, ডুডল ফিশ ফার্ম, গ্লো ডুডল ফল, গ্লো ফিশি, গ্লো জাম্প, ডুডল মনস্টার ফার্ম, মনস্টার জাম্প ও ক্রিসমাস ফার্ম। আরেক স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান জেনুইটি সিস্টেম থেকে এ পর্যন্ত ৩৭০টি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে অনেক গেমও আছে। ড্রিফট ম্যানিয়া, হকি ফাইট, মাইক ভি'র মতো জনপ্রিয় গেমগুলোও বাংলাদেশে তৈরি। মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন থেকে বছরে আয় হওয়া প্রায় ২৩ কোটি মার্কিন ডলারের বেশিরভাগই এসব গেম বিক্রি থেকে আসা।

দেশী মোবাইল অ্যাপস স্টোর ইএটিএল

মোবাইল অ্যাপসের জনপ্রিয়তা এবং ব্যবহার বাড়ার কারণে ইএটিএল প্রস্তুত করছে দেশীয় মোবাইল গেমসহ অ্যাপস। এটুআই, ইউএনডিপি ও ইউএসএআইডির সহায়তায় তৈরি হয়েছে এ অ্যাপস স্টোরটি। বাংলাদেশের মোবাইল অ্যাপস নির্মাতাদের আন্তর্জাতিক বাজারে সম্পৃক্ত করতেই এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইএটিএল অ্যাপসের ওয়েবসাইট (www.eatlapps.com) থেকে আগ্রহীরা সহজে এসব অ্যাপস ডাউনলোড ও আপলোড করার সুযোগ পাচ্ছেন। ফ্রিল্যান্সার মোবাইল অ্যাপস নির্মাতাদের জন্য এ সাইটটি মার্কেটপ্লেস হিসেবে কাজ করছে। অভিজ্ঞরা তাদের তৈরি মোবাইল অ্যাপস এ সাইটের মাধ্যমে বিক্রি করতে পারবেন। এ মুহূর্তে ব্র্যাক ব্যাংক ও বিকাশের মাধ্যমে অ্যাপস কেনাবেচা করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। সাইটটিতে এ মুহূর্তে বেঙ্গল রাইডসহ এনসিয়েন্ট পিরামিড এসকেপ, লিজিস অ্যাডভেঞ্চার ও স্পেসশিপ ডেস্ট্রয়ার গেম রয়েছে। এগুলো দেশ-বিদেশ থেকে ডাউনলোডও হচ্ছে ভালোই।

এগিয়ে এসেছে সরকার

দেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১০ কোটি পেরিয়ে এখন ১১ কোটি ছুঁই ছুঁই করছে। অন্যদিকে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৩ কোটি ৮২ লাখ। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে ৯৫ শতাংশই মোবাইলে ইন্টারনেট ব্যবহার করে থাকেন। সম্প্রতি পাওয়া তথ্যমতে, স্মার্টফোন ব্যবহারকারীরা গড়ে ন্যূনতম একটি অ্যাপস ব্যবহার করেন। প্রতিদিন দুই ঘণ্টারও বেশি সময় ব্যয় করেন অ্যাপস ব্যবহারে। এছাড়া বিশ্বব্যাপী স্মার্টফোন ব্যবহারকারীরা তাদের স্মার্টফোন ব্যবহারের ৮৬ শতাংশ সময় ব্যয় করেন অ্যাপস ব্যবহারে। তাই দৈনন্দিন চাহিদানির্ভর অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট করতে পারলে বিলিয়ন ডলারের বাজারে বাংলাদেশের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। এ বিষয়টি অনুধাবন করেছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশে অ্যাপস ডেভেলপ বাড়াতে সম্প্রতি মন্ত্রণালয় থেকে ধারাবাহিক কয়েকটি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। এসব সেমিনার থেকে বিভিন্ন গাইডলাইন নেয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব নজরুল ইসলাম খান বলেন, অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আমরা ভালো কিছু করতে চাই। সেমিনারগুলো থেকে গাইডলাইন পাওয়ার পর দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন মেয়াদে কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে। দেশের উপযোগী অ্যাপস তৈরি করতে পারলেই অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি হাজার হাজার ডলার আয় করতে পারবেন। আর এ অ্যাপসগুলোর মধ্যে গেম প্রাধান্য পাবে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সহজ করার অ্যাপস হবে। খুব শিগগিরই অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট নিয়ে সরকারিভাবে বাজেট নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

রয়েছে ফ্রিল্যান্স গেম নির্মাতাও

অল্প সময়ের মধ্যেই মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন তৈরির কাজ বাংলাদেশে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারেও এর চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ও গেম ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করছেন মাহমুদ হাসান সানি, যিনি বর্তমানে জনপ্রিয় অনলাইন মার্কেটপ্লেস ওডেস্কের বাংলাদেশ অ্যাম্বাসাডর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বলেন, বর্তমানে বিলিয়ন ডলারের এ সেক্টরে এগিয়ে আসছেন অনেকেই। সাধারণ ফ্রিল্যান্সিং কাজের তুলনায় গেম ডেভেলপমেন্টে অনেক বেশি আয় করা যায়। অনেকেই ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গেম ডেভেলপমেন্ট করে সাফল্যের সাথে এগিয়ে যাচ্ছেন। তবে এ মুহূর্তে কতজন এ সেক্টরে কাজ করছেন তার সঠিক তথ্য নেই।

দরকার বাড়তি নজর

সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস তথা বেসিস সূত্রে জানা গেছে, শুধু মোবাইল গেমিং নিয়ে কাজ করছে বেসিসের তালিকাভুক্ত ১৩টি প্রতিষ্ঠান। এর বাইরে প্রায় শতাধিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলো মোবাইল গেম, অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে কাজ করছে। দেশের মেধাবী ও দক্ষ জনবল কাজে লাগিয়ে বিশ্বের নামীদামী প্রতিষ্ঠানের সাথে পাল্লা দিয়ে কাজ করছেন এসব উদ্যোক্তা। তবে এ ক্ষেত্রে সরকার বা নীতিনির্ধারকদের কোনো নজর নেই বলে অভিযোগ করেছেন সংশ্লিষ্টরা। দক্ষ জনবল তৈরি করতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গেমিং সংশ্লিষ্ট বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি বলেও মত দেন অনেকে। ওডেস্ক কান্ট্রি অ্যাম্বাসাডর মাহমুদ হাসান সানি বলেন, প্রাথমিকভাবে গেম তৈরি করে বাজারে ছাড়ার জন্য সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কিট (এসডিকে) কিনতে ন্যূনতম ১৫০০ ডলার থেকে শুরু করে প্রায় ৫০০০ ডলারের প্রয়োজন হয়। একজন ফ্রিল্যান্সার বা নতুন প্রতিষ্ঠানের জন্য এটি অনেক ব্যয়বহুল। তাই ইচ্ছা ও কাজ জানলেও অনেকে গেম ডেভেলপমেন্টে এগিয়ে যেতে পারছেন না। বাইরের দেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে মোবাইল গেম ডেভেলপমেন্টের চার বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা প্রশিক্ষণ রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে সরকারি বা বেসরকারিভাবে এ ধরনের কোনো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান যদি এ ধরনের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেয়, তাহলে বাংলাদেশে গেম ডেভেলপমেন্ট সেক্টরটি অনেকাংশে এগিয়ে যাবে। কজ

ফিডব্যাক : bmtuhin@gmail.com